Publication: - Anandabazar Patrika

Date: - 11th February, 2020

Page :- 08

State Budget reaction 2020 by The Bengal Chamber on 10th February 2020

বাজেটে নতুন প্রকল্প ‘হাসির আলো’, ছোট শিল্পকে ১০০টি

দরিদ্রদের বিদ্যুৎ দিতে দরাজ রাজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা

গ্রামীণ বিদ্যুদয়নের হাত ধরে চালু হয়েছিল ‘সবার ঘরে আলো’ প্রকল্প। আর এ বার রাজ্যে চালু হতে চলেছে ‘হাসির আলো’।

সোমবার বাজেট বক্তৃতায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলির জন্য ইতিমধ্যেই কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও এমন অনেক পরিবার রয়েছে, যাদের সামান্য দামে বিদ্যুৎ কেনারও ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই। সেই সমস্ত পরিবারের জন্যই এ বার ‘হাসির আলো’ আনা হল বলে দাবি করেছেন অমিতবাবু। যেখানে সাধারণ ভাবে একটি ঘরে আলো-পাখার ব্যবহার যতটা না-করলেই নয়, মোটামুটি ততটা পরিষেবাই পাওয়া যাবে নিখরচায়।

অনেকেই বলছেন, দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরীওয়ালের আপ সরকারের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল এই নিখরচার বিদ্যুৎ। যেখানে মাসে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিনামূল্যে পাওয়ার সুবিধা দেওয়া হয়। এ দিন ‘হাসির আলো’ ঘোষণার পরে তাই সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশের দাবি, কোথাও কি পাওয়া যাচ্ছে সেই কেজরীওয়াল সরকারেরই ছাপ! বিশেষ করে আগামী বছরই যেখানে এ রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের এটাই শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। যে কারণে গোটা রাজ্যেরই এ দিন চোখ ছিল অমিতবাবুর ঘোষণার দিকে।

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুযায়ী, ‘হাসির আলো’ প্রকল্প মারফত গ্রাম ও শহরাঞ্চলের অত্যন্ত গরিব মানুষদের নিখরচায় তিন মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া শুরু হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। অর্থাৎ যে সমস্ত পরিবারের তিন মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ খরচ হয়, তাঁরাই ওই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারবেন। মূলত যাঁদের ‘লাইফ লাইন

নতুন কী

- ■ গ্রাম ও শহরের অতি গরিব পরিবারে তিন মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সম্পূর্ণ নিখরচায়। অর্থাৎ মাসে ২৫ ইউনিট করে
- ■ তবে ৭৫ ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ খরচ হলেই মাসুলের আওতায় পড়ে যাবেন গ্রাহক
- ■ এর আগে রাজ্যে সকলের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে চালু হয়েছিল গ্রামীণ বিদ্যুদয়ন প্রকল্প

এখন...

- ■ তিন মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ খরচ হলে, ইউনিট পিছু মাসুল গুনতে হয় ৩.৩৭ টাকা
- ■ সঙ্গে মিটার ভাড়ার মতো অল্প কিছুটা স্থায়ী খরচ
- ■ লাইনে লোড থাকে ০.৩ কেভিএ
- ■ বিদ্যুতের খরচ ৭৫ ইউনিট পেরিয়ে গেলে প্রতি ইউনিটে মাসুল হয়ে যায় ৫.৫৬ টাকা

মাসে ২৫ ইউনিটে কী চলতে পারে

- ■ ১০ ঘণ্টা ধরে ৬০ ওয়াটের একটি পাখা, ১০ ওয়াটের দু’টি করে এলইডি আলো মিলিয়ে দিনে মোট ৮০ ওয়াট

৩৫ লক্ষ পরিবার এই সুবিধা পাবেন বলে জানান তিনি। প্রকল্পটিতে আগামী অর্থবর্ষের (২০২০-২১) জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞেরা জানাচ্ছেন, তিন মাসে ৭৫ ইউনিট অর্থাৎ মাসে ২৫ ইউনিট করে বিদ্যুৎ খরচ ধরলে দিনে গড়ে ১০ ঘণ্টা একটি ৬০ ওয়াটের পাখা ও ২০ ওয়াটের আলো জ্বালানো যেতে পারে। তাতে দিনে ০.৮ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে। ৩০ দিনে মাস ধরলে খরচ হবে ২৪-২৫ ইউনিট। ৬০ ওয়াটের পাখার সঙ্গে ৪০ ওয়াটের টিউবলাইট জ্বালালে অঙ্কের নিয়মে ১০ ঘণ্টার একটু কম সময় জ্বালাতে হবে।

এখন ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ যাঁরা কেনেন, তাঁদের ইউনিট পিছু ৩ টাকা ৩৭ পয়সা করে মাসুল দিতে

ইউনিট পর্যন্ত তাঁদের বিল মেটাতে হবে না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা সূত্রের দাবি, এ ব্যাপারে রাজ্যের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হাতে আসার পরে নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। তবে কেউ যদি তিন মাসে ৭৫ ইউনিটের বেশি খরচ করেন, তখন তাঁরা মাসুলের আওতায় চলে আসবেন। সূত্রের খবর, সে ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ কেনার জন্য দাম দিতে হবে ৫ টাকা ৫৬ পয়সা।

রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, “মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য বিলের বোঝা না-বাড়িয়ে মানুষকে উন্নত পরিষেবা দেওয়া। হাসির আলো প্রকল্পে জঙ্গলমহল, উত্তরবঙ্গের পাহাড়-সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে বিদ্যুৎ বিল নিয়ে

পাখির

তবু থাক

নিজস্ব সংবাদদাতা

ক্ষমতায় আসার পর থেকে বারবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোর দিয়েছেন ক্ষুদ্র-ছোট-মাঝারি শিল্পের (এমএসএমই) উপরে। রাজ্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে মূলত এই শিল্পকেই পাখির চোখ করেছেন তাঁরা। তৃণমূল সরকারের দ্বিতীয় দফার শেষ বাজেট প্রস্তাবেও তুরুপের তাস সেই ছোট শিল্প। যেখানে এই শিল্পের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের অর্থ তথা শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র। তাতে সার্বিক ভাবে খুশি শিল্প মহল। তবে বড় শিল্পের কথা কার্যত অনুচ্চারিত থেকে যাওয়ায় ছোট-মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রের বাড়বৃদ্ধি আদতে কতটা হবে, তা নিয়ে সংশয়ও উড়িয়ে দিচ্ছেন না অনেকে।

রাজ্যে এই শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে নতুন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে যে উৎসাহ প্রকল্প পাঁচ বছর ধরে চালু ছিল, তার মেয়াদ ২০১৮ সালের ৩১ মার্চ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে তার পর যে সব সংস্থা লগ্নি করেছিল, তারা কোনও আর্থিক সুবিধা পাচ্ছিল না। এ দিন ‘বাংলাশ্রী’ নামে বাজেটে নতুন একটি উৎসাহ প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করেছেন অমিতবাবু। নিয়ম অনুযায়ী, আগামী ১ এপ্রিল থেকে সেই সুবিধা কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও, অমিতবাবু তা গত বছরের এপ্রিলের পরে চালু সংস্থাকেও তা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। পাশাপাশি এই শিল্পের জন্য পরিকাঠামো গড়তে আরও নতুন পার্ক তৈরির কথা জানিয়েছেন তিনি। দু’টি প্রস্তাবের ক্ষেত্রেই মূল লক্ষ্য যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন অমিতবাবু।

অর্থমন্ত্রীর বাজেট প্রস্তাব এই শিল্পের পক্ষে ভাল খবর খবর বলেই মনে করছে ছোট শিল্পের সংগঠন ফ্যাকসি ও ফসমি। নতুন কোনও কর না-বসিয়েও বাড়তি ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য, মত ফ্যাকসির। বণিকসভা ইন্ডিয়ান চেম্বার ও ভারত চেম্বারও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রীর

- ■ ক্ষুদ্র, ছোট ও
  শিল্পের (এম
  উৎসাহ প্রক
  ফুরিয়েছিল
  ৩১ মার্চ। আ
  থেকে আস
  প্রকল্প, বাংল
- ■ এর ইঙ্গিত অ
  দিয়েছিল রা
- ■ নতুন বা পুর
  রাজ্যের সব
  এই সুবিধা প
- ■ প্রকল্পে বাজে
  কোটি টাকা
- ■ লক্ষ্য, কর্মসং

- ■ এখন রাজ্যে
  তৈরি হচ্ছে
  বরাদ্দ ২০০

- ■ এমএসএমই-
  রাজ্যের ভাব
- ■ আশা করা যা
  কর্মসংস্থান বা
- ■ তবে শুধু শিল্প
  গড়লেই হবে

তবে বাজেট
জানালেও, আরও বি
রাখার উপর জোর
চেম্বার অব কমার্স
কমিটির চেয়ারম্যা
চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ব
সংখ্যা বাড়ালেই
তা না-ও হতে পা
পার্কগুলির সবক’টি
উঠেছে, এমনও নয়।

bazar Patrika

2020

t reaction 2020 by The Bengal Chamber on 10th February 2020

তুন প্রকল্প 'হাসির আলো', ছোট শিল্পকে ১০০টি নয়া পার্ক, বাংলাশ্রী

দ্রদের বিদ্যুৎ ত দরাজ রাজ্য

নতুন কী

- গ্রাম ও শহরের অতি গরিব পরিবারে তিন মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সম্পূর্ণ নিখরচায়। অর্থাৎ মাসে ২৫ ইউনিট করে
- তবে ৭৫ ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ খরচ হলেই মাসুলের আওতায় পড়ে যাবেন গ্রাহক
- এর আগে রাজ্যে সকলের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে চালু হয়েছিল গ্রামীণ বিদ্যুদয়ন প্রকল্প

এখন...

- তিন মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ খরচ হলে, ইউনিট পিছু মাসুল গুনতে হয় ৩.৩৭ টাকা
- সঙ্গে মিটার ভাড়ার মতো অল্প কিছুটা স্থায়ী খরচ
- লাইনে লোড থাকে ০.৩ কেভিএ
- বিদ্যুতের খরচ ৭৫ ইউনিট পেরিয়ে গেলে প্রতি ইউনিটে মাসুল হয়ে যায় ৫.৫৬ টাকা

মাসে ২৫ ইউনিটে কী চলতে পারে

- ১০ ঘণ্টা ধরে ৬০ ওয়াটের একটি পাখা, ১০ ওয়াটের দু'টি করে এলইডি আলো মিলিয়ে দিনে মোট ৮০ ওয়াট

৩৫ লক্ষ পরিবার এই সুবিধা পাবেন বলে জানান তিনি। প্রকল্পটিতে আগামী অর্থবর্ষের (২০২০-২১) জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞেরা জানাচ্ছেন, তিন মাসে ৭৫ ইউনিট অর্থাৎ মাসে ২৫ ইউনিট করে বিদ্যুৎ খরচ ধরলে দিনে গড়ে ১০ ঘণ্টা একটি ৬০ ওয়াটের পাখা ও ২০ ওয়াটের আলো জ্বালানো যেতে পারে। তাতে দিনে ০.৮ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে। ৩০ দিনে মাস ধরলে খরচ হবে ২৪-২৫ ইউনিট। ৬০ ওয়াটের পাখার সঙ্গে ৪০ ওয়াটের টিউবলাইট জ্বালালে অঙ্কের নিয়মে ১০ ঘণ্টার একটু কম সময় জ্বালাতে হবে।

এখন ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ যাঁরা কেনেন, তাঁদের ইউনিট পিছু ৩ টাকা ৩৭ পয়সা করে মাসুল দিতে

ইউনিট পর্যন্ত তাঁদের বিল মেটাতে হবে না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা সূত্রের দাবি, এ ব্যাপারে রাজ্যের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হাতে আসার পরে নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। তবে কেউ যদি তিন মাসে ৭৫ ইউনিটের বেশি খরচ করেন, তখন তাঁরা মাসুলের আওতায় চলে আসবেন। সূত্রের খবর, সে ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ কেনার জন্য দাম দিতে হবে ৫ টাকা ৫৬ পয়সা।

রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, "মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য বিলের বোঝা না-বাড়িয়ে মানুষকে উন্নত পরিষেবা দেওয়া। হাসির আলো প্রকল্পে জঙ্গলমহল, উত্তরবঙ্গের পাহাড়-সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে বিদ্যুৎ বিল নিয়ে

পাখির চোখ কাজ, তবু থাকছে সংশয়

নিজস্ব সংবাদদাতা

ক্ষমতায় আসার পর থেকে বারবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোর দিয়েছেন ক্ষুদ্র-ছোট-মাঝারি শিল্পের (এমএসএমই) উপরে। রাজ্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে মূলত এই শিল্পকেই পাখির চোখ করেছেন তাঁরা। তৃণমূল সরকারের দ্বিতীয় দফার শেষ বাজেট প্রস্তাবেও তুরুপের তাস সেই ছোট শিল্প। যেখানে এই শিল্পের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের অর্থ তথা শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র। তাতে সার্বিক ভাবে খুশি শিল্প মহল। তবে বড় শিল্পের কথা কার্যত অনুচ্চারিত থেকে যাওয়ায় ছোট-মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রের বাড়বৃদ্ধি আদতে কতটা হবে, তা নিয়ে সংশয়ও উড়িয়ে দিচ্ছেন না অনেকে।

রাজ্যে এই শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে নতুন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে যে উৎসাহ প্রকল্প পাঁচ বছর ধরে চালু ছিল, তার মেয়াদ ২০১৮ সালের ৩১ মার্চ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে তার পর যে সব সংস্থা লগ্নি করেছিল, তারা কোনও আর্থিক সুবিধা পাচ্ছিল না। এ দিন 'বাংলাশ্রী' নামে বাজেটে নতুন একটি উৎসাহ প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করেছেন অমিতবাবু। নিয়ম অনুযায়ী, আগামী ১ এপ্রিল থেকে সেই সুবিধা কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও, অমিতবাবু তা গত বছরের এপ্রিলের পরে চালু সংস্থাকেও তা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। পাশাপাশি এই শিল্পের জন্য পরিকাঠামো গড়তে আরও নতুন পার্ক তৈরির কথা জানিয়েছেন তিনি। দু'টি প্রস্তাবের ক্ষেত্রেই মূল লক্ষ্য যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন অমিতবাবু।

অর্থমন্ত্রীর বাজেট প্রস্তাব এই শিল্পের পক্ষে ভাল খবর খবর বলেই মনে করছে ছোট শিল্পের সংগঠন ফ্যাকসি ও ফসমি। নতুন কোনও কর না-বসিয়েও বাড়তি ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য, মত ফ্যাকসির। বণিকসভা ইন্ডিয়ান চেম্বার ও ভারত চেম্বারও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রীর

তবে বাজেট প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেও, আরও কিছু বিষয় খেয়াল রাখার উপর জোর দিয়েছেন বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের প্রত্যক্ষ কর কমিটির চেয়ারম্যান তিমিরবরণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, শুধু পার্কের সংখ্যা বাড়ালেই যে শিল্প বাড়বে, তা না-ও হতে পারে। এখন চালু পার্কগুলির সবক'টিতেই শিল্প গড়ে উঠেছে, এমনও নয়। তাই পরিকাঠামো

সমান ভাবে উদ্যোগী হতে হবে। লগ্নির উপযুক্ত শিল্প পরিবেশ ও বিপণন পরিকাঠামো গড়ে তোলাও জরুরি।

তিনি আরও জানান, বাজেটে বড় শিল্প নিয়ে কিছু বলা হয়নি। অথচ ছোট শিল্পের প্রসারের জন্য বড় শিল্প জরুরি। কারণ বড়ই তাদের পণ্যের বাজার। তাই সেগুলি না-থাকলে শুধু এমএসএমইর সংখ্যা বাড়লেই সেই অনুপাতে তাদের আয় কেমন বাড়বে

উৎসাহের জ্বালানি

- ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের (এমএসএমই) জন্য উৎসাহ প্রকল্পের সুযোগ ফুরিয়েছিল ২০১৮ সালের ৩১ মার্চ। আগামী ১ এপ্রিল থেকে আসছে নতুন উৎসাহ প্রকল্প, বাংলাশ্রী
- এর ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিল রাজ্য
- নতুন বা পুরনো, রাজ্যের সব ছোট সংস্থা এই সুবিধা পাবে
- প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ ১০০ কোটি টাকা
- লক্ষ্য, কর্মসংস্থান বাড়ানো

ব্যবসার জায়গা

- এখন রাজ্যে চালু ৫২টি এমএসএমই পার্ক
- ৩৯টি তৈরি হচ্ছে
- তিন বছরে নতুন হবে ১০০টি
- বাজেট বরাদ্দ ২০০ কোটি

শিল্প বলছে

- এমএসএমই-র প্রসারে রাজ্যের ভাবনা স্বাগত
- আশা করা যায় কর্মসংস্থান বাড়বে
- তবে শুধু শিল্প-পার্ক গড়লেই হবে না, লগ্নিও টানার ব্যবস্থাও করতে হবে
- বড় শিল্প না-থাকলে কিন্তু ছোট শিল্পের বাজার বাড়ার পথ সঙ্কীর্ণই থাকবে। কমবে ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা